কবিতা ও প্রেম

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কোনোদিন	৩
বৈশাখ	৪
জন্মদিন	৫
নতুন বছর	৬
সুখ পাহারাদার	৭
প্রোথিত মন	৮
বাঁচার লগন	৯
শেষে শুরু	১০
মহামিলন	১১
স্বপ্নসাধু	১২
কবিতা ও প্রেম	১৩
দাও রঙ	১৪
দ্বিধা নেই	১৫
আকাঙ্খা	১৬
আগে কেন এলেনা	১৭
গভীরতা	১৮
প্রতীক্ষা	১৯
সঙ্গী হবো	২০
পবিত্র মিলন	২১
শাল ফুল	২২
নব জাগরণ	২৩
আশ্বস্ত অন্য পথে	২৪
আকর্ষণ	২৫
মন শক্তি	২৬
ঘোর কাটেনি এখনো	২৭

BANGLADARSHAN.COM

কোনোদিন

তোমার বুক পকেটে রেখেছিলাম আমার গোলাপী রঙের রুমালটা...
ফেরত দাওনি কোনোদিন।

তোমার দেওয়া গোলাপের পাঁপড়িগুলো শুকিয়ে পড়ে আছে বইয়ের ভাঁজে...
জানাইনি তোমায় কোনোদিন।

ভীরু ওষ্ঠে চুম্বনের কালো দাগ সহজে বিলীন হয়ে যায় নি...
দেখেও বলনি কিছু কোনদিন।

গাছের ঝরাপাতা চুলের ভেতরে জায়গা করে নেয়...
আলসেমিতে বেছে ফেলে দিই নি কোনোদিন।

রবিবারে সিনেমা হলে আঙুলের ফাঁকে আমার প্রত্যাশা...
ফিরিয়ে দাও নি কোনোদিন।

BANGLADARSHAN.COM

বৈশাখ

বৈশাখ তুমি বার বার ফিরে এসো এইভাবে আমার মনে,
পুড়ে যাইনি কখনো প্রখর দারুন অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিনে,
বন পোড়া হরিণের মতো পুড়ে যেতে চাই আগুনে,
প্রেমের অনল দ্বিগুণ জ্বলে বৈশাখের খরাতাপে সঙ্গোপনে।

এক বৈশাখে ঝোড়ো হাওয়া বার্তা নিয়ে এসেছিল আমার প্রাঙ্গনে,
পূর্ণ লজ্জায় মন প্রাণ লজ্জাবতীর আসনে,
অঙ্গের জ্বলন তীব্র হয়ে ওঠে প্রেমের কারনে,
শুখা নদী আজ ভরো ভরো রাতের প্রাঞ্জল স্বপনে।

BANGLADARSHAN.COM

জন্মদিন

জন্মদিন হল.......
ছেলেবেলায় এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া,
জন্মদিন হল.......
রেঁস্তোরায় বসে ভাল ভাল খাবার খাওয়া।

জন্মদিন হল.......
মনের কথা আবেগে ভেসে খুলে বলা,
জন্মদিন হল.......
পরিবারের সঙ্গে হৈ হৈ করে কথা বলা।

জন্মদিন হল.......
নতুন করে পুরোনো দিন ফিরে পাওয়া,
জন্মদিন হল.......
ডানা মেলে স্বপ্নের দেশে উড়ে যাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন বছর

আইল আবার ঘুইরা ঘুইরা
একটা নতুন বছর,
আম, জাম আর কাঁঠাল খাইয়া
কাইটা যাইবো কত প্রহর।

সুয্যিমামা দেয় গো হামা
মোগো বারান্দাতে,
দখিনা বাতাসে জুড়ায় পরাণ
নতুন দিনের প্রাতে,
চলনা সবাই আনন্দ কইরা
আনমু খুশির জোয়ার,
আম, জাম আর কাঁঠাল খাইয়া
কাইটা যাইবো কত প্রহর।

BANGLADARSHAN.COM

চড়ক মেলায় ভারী মজা
ঘুরি হেথায় হোথায়,
চৈত সংক্রান্তির গাজন পরব
মনে দোলা দিয়ে যায়,
নতুন বছরে খুশির হাওয়া
আইল অনেক দিনের পর,
আম, জাম আর কাঁঠাল খাইয়া
কাইটা যাইবো কত প্রহর।

সুখ পাহারাদার

সুখ পাখিটা কদিন ধরে
করে বড্ড জ্বালাতন,
কত করে বলছি তারে
ও তুই কর শুধু আলাপন।

সুখের ঘরে চাবিটা যে
ওর পায়েতেই বাঁধা,
আমার কাছে রাখতে চাইনা
হারিয়ে যাবার ফাঁদ পাতা।

দুঃখ আমার ভীষণ প্রিয়
সুখ আসবে বলে,
সুখে থাকতে আতঙ্ক হয়
জানি পড়বোই দুখের কবলে।

BANGLADARSHAN.COM

ওরে ও সুখ পাখি
পাহারাতে থাক রে তুই,
কেউ যেন নাগাল না পায়
আমার সুখ জীবনের বই।

প্রোথিত মন

ফুলের বাগানে আজ ফুলের সজ্জা
দখিনা বাতাসে অঞ্চল উড়ে যায়,
গালেতে টোল এঁকে দেয় না বলা কত লজ্জা,
প্রতীক্ষা কত শত জনমের কী জানি হায়।

যত দূরেই থাকোনা তুমি ভোরাই,
তোমার প্রেরণায় জীবন নদীতে তরঙ্গ,
আঁধার কেটে আলোর রোশনাই
আমার গানের আকাশে আমি মুক্ত বিহঙ্গ।

নীরবে মালা গেঁথে রয়েছি বাসরে,
প্রাণের পরে মন মিশে যায় কেমনে,
খেয়ালী মন অবগাহন করে প্রেম সায়রে,
তৃষ্ণা মেটাতে গভীরতা খুঁজি গহন বনে।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচার লগন

ধ্যান ধারণার উর্দ্ধগমন
মনের বারান্দায় তীব্র চলন,
পথের বাঁকে শুদ্ধিকরণ,
এসেছে আজ বাঁচার লগন।

ভেবেচিন্তে ফেলো চরণ,
সব কাজের প্রতিফলন
দীর্ঘ মেয়াদে অধঃপতন,
রশি ছিঁড়ে ভাঙে গঠন।

মাভৈ বলে ভারোত্তলন,
পড় মনে গৈরিক বসন,
নদীর চরে আসুক ক্ষরণ,
হোক চেতনার নবীকরণ।

BANGLADARSHAN.COM

শেষে শুরু

বেলাশেষে বেলা শুরু কেমন অজান্তে,
মনের মানুষ খোঁজার শেষ হল একান্তে,
রবি আজ বড়ই চঞ্চল দিনান্তে,
মনের ঘরের আলো জ্বলুক আমৃত্যু প্রাণান্তে।

কবিত্ব এনে দেয় তরঙ্গ এক বৃন্তে,
এ যেন সূর্য গাছের লুকোচুরি খেলা বনান্তে,
হাতের বাঁধন আরো বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে মিলনান্তে,
দামামা বেজে ওঠে বিশ্বের সকল প্রান্তে,
হারিয়ে যেতে চাই সৃষ্টির আরো গভীরে একান্তে,
মহালগন এসেছে বুঝি অনুভবের ছোঁয়ায় জীবনের শেষান্তে।

BANGLADARSHAN.COM

মহামিলন

উপলব্ধি আজ মাঝ সমুদ্রে স্থির জলে ভাসে,
কবিতাগুলো যেন আকাশের গায়ে তারা হয়ে কেবল হাসে,
সুনীল সাগর কানে কানে বলে
এগিয়ে যেতে এক সাথে,
থাকতে চায় এরা আমার একান্ত পাশে।

ঝিনুকের ভেতর মুক্তোর উজ্জ্বলতায় উপভোগ নিমেষে,
সাগর পাড়ে খোঁজার লগ্নে রয়েছে শুভ যোগ শেষে,
দৃষ্টি বিনিময়ের সময় এসেছে পবিত্র তিথি মেনে,
কবিতা আজ বিলীন হয়ে যায় দুটি মনের মিলন দেশে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নসাধ

কেনে জ্বালা দিলি বঁধু
এমনো ফাগুন মাসে,
তোর পীরিতে অঙ্গ জ্বলে
মন ভরে না ফুলের সুবাসে।

ফাগুনের এই মন বাগানে
তোর লেইগ্যে পীরিত আসে,
ভরা যৌবন উথাল পাথাল
শিলাই নদীর জলে ভাসে।

রাইতের বেলা স্বপন দেখি
তোরে খুঁজি ঘুমের দেশে,
পথ ভুলে যাই রে ছুটে
তোরে দেখা পাবার আশে।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা ও প্রেম

ভোরের আলোয় যখন কাছে এসে বলো, এই তো আমি,
যেন শত ফুলের সৌরভ পড়ে ছড়িয়ে!
তুমি সুন্দর, তুমিই আমার কবিতা,
পথে পাওয়া প্রেম কুড়িয়ে॥

রামধনু সাজে সাজিয়ে ভূবন
জীবনের গান ধ্বনিত হৃদয়ে,
বরণ তাহারে মনোফুলে রোজ
চোখের দেখাতে প্রাণ যাবে জুড়ায়ে।

প্রতীক্ষায় মন হয় উচাটন
শোনে না মন কোনো বারণে রয়ে,
সব কাজে ভুল কবিতার পথে পথে
নির্মল বাতাস রচিয়াছে প্রেম, সুদূরে যায় বয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

দাও রঙ

আলাপণের সপ্তসুরে
আহ্বান তব হৃদয়ে,
কত ফুল যেন সাজিয়েছে কথা,
ভালোবেসে থেকো জড়ায়ে।

ভরে ওঠে হৃদয়খানি
অনুভবে কাছে পেয়ে,
অধরা জেনেও তারে ভালোবাসি
সিঁথি আজ দিলে রাঙিয়ে।

দাও রঙ, দাও রঙ, মন যেন আজ উজানে
এসেছি কাছেতে দেখো চেয়ে,
সাজাই ফুল মনোমাঝে
স্বপ্নের তুমি আজ সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিধা নেই

পথের প্রান্তে নির্জনতা আজ ক্ষণিকের তরে,
কবিতারা নিভৃতে পথ চলে হাত ধরে,
দুটি প্রাণ আজ আরও তরতাজা প্রেমের গভীরে,
পরম শান্তি বিরাজে মন মন্দিরে।

পথিকের জন্য মন কাঁদে অগোচরে,
ভাষাহীন আজ এ মরু প্রান্তরে,
রচিয়াছি প্রেমভূমি তোমারই তরে,
সঁপেছি এ প্রাণ স্বপনে তোমারে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাঙ্খা

তোমার প্রেমে সিক্ত হল
মোর অমূল্য প্রাণ,
বিশ্বের মাঝে তোমায় পেয়ে
ধন্য হল মানব জীবন।

আলোর রূপে মোহিত আজিকে
দুচোখে সেজেছে কথা,
ফিরে এল সব, হারাইনি কিছুই
ঘুচে যায় সকল ব্যাথা।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে বর্ণে
তোমার প্রতিচ্ছায়ায় অঙ্গ মেশাই,
আজ ফাগুনের ভরা পূর্ণিমাতে
তোমার হৃদয়ে মিশে যেতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

আগে কেন এলেনা

নব প্রেমের উৎসারিত আলোয়
এসো আজ অবগাহন করি দোঁহে,
কুলুকুলু শব্দ আমার শিরা ধমনীতে
শুনতে পাবে এসো মিলন মোহে।

আমার সকল সুখের আলোয় আজ তোমায় দেখি নবীন বেশে,
মোর চিত্ত আজ বড়ই চঞ্চল তোমার সীমানায় এসে।

তোমাতে বিলীন হতে চায় এ মন
করেছি কঠিন অঙ্গীকার,
সহজ করে দিও চলার পথ
তোমার সাথে জীবন জুড়েছে আমার।

কত শত কথা বুকে আছে জমে
জানি না বলবো কখন,
কেন তুমি এলে না অনেক আগে
মধুর হত মহামিলনের ক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

গভীরতা

বাতাসের কানে কানে একবার যদি বলতে
তুমিও জান ভালোবাসতে,
কিছুটা পথ না হয়
সাজিয়ে দিয়ে আসতাম একান্ত নিভৃতে।

নদীর জলেতে অবগাহন করি
মনেতে আজ এসেছে প্লাবন,
রামধনু রঙে চিবুক রাঙে চকিতে
মনেতে আজ ভীষণ ফাগুন।

শুধু বলেছিলে আমি সম্পূর্ণা নারী
ভেবে দেখিনি কোনোদিন কোনো বিশেষণ আমার জন্য কিনা,
একনিষ্ঠ দৈনিক কাজের অভ্যাসে পথ চলা প্রতিদিন
তোমার ভালোবাসায় আমার কর্মতরী আজ দ্রুত গমনা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষা

অনেক দূরে থেকেও রয়েছো কাছে, হে সূর্য,
তোমার তাপে আমার প্রাণশক্তি উদ্দীপ্ত অণুক্ষণে,
অস্থির মন তোমায় খোঁজে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে,
তোমার পরশখানি দাও, হে সূর্য প্রতি ক্ষণে।

ওষ্ঠখানি কেঁপে ওঠে না জানি কোন কারণে,
চঞ্চল চিত্ত হয়েছে মত্ত তোমার মদির আহ্বানে,
আবেগের ডানায় চড়ে আবিষ্ট হয়েছি মধুর লগনে।

পিয়াসী মন প্রতীক্ষারত রোদ রাঙা উঠোনে,
সূর্য তুমি থেকে যাও মনের গহীনে,
চাঁদের আগমনেও তুমি রয়ে যাবে গভীর স্বপনে,
দীর্ঘ তপ্ত দাব দাহে প্রতীক্ষা সফল হল, বিনা কারনে।

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গী হবো

তোমার সঙ্গে যাব আমি স্বপ্নের দেশে,
মেঘ ধরে দাও না আমায়
বৃষ্টি হয়ে এলে মোর প্রভাতে
ঝরো ঝরো বারি ঝরে আমার মনের একান্ত কোণে
স্নাত হবো দুজনে একসঙ্গে এক নিমেষে।

উড়ে যাবো নীল নীলিমায়
বকের পাখায় চড়ে,
রামধনু রঙ মাখাবো তোমার গালে
অনেক যত্ন করে।

অনন্ত আকাশে আজ আনন্দধ্বণি
মধুর মিলনে জাগ্রত বাণী
হে সখা রয়েছো জড়ায়ে
স্পর্শ করো রবিকরে।

BANGLADARSHAN.COM

পবিত্র মিলন

কাল মিলেছিলাম দুজনে নিভৃতে এক মনে সঙ্গোপনে,
বক্ষে নিয়েছিলে টানি
স্বপ্নের দেশে মিলে মিশে একাকার হল দুটি মন,
পেয়ে গেলাম বীর রাজপুত্রের দেখা
এ যে আমার অনেক কালের অপেক্ষমান স্বপ্ন পুরুষ।

ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে ক্ষণিকের আবেশে,
শিরা ধমনী চঞ্চল হতে চঞ্চলতর,
খরস্রোতা নদীর মতো বয়ে চলে রক্তধারা,
বাহুডোর থেকে আলগা করিনি এতটুকু নিজেরে এক মুহূর্ত,
স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়,
এতদিন ধরে খুঁজছিলাম যারে মাঠে ঘাটে প্রান্তরে
সম্মুখে আজ দাঁড়ায়ে সেই কল্পনার পুরুষ।

BANGLADARSHAN.COM

আমি তৃপ্ত, আমি শান্ত, আমি পরিপূর্ণ,
তোমার স্নিগ্ধ পবিত্র ভালোবাসায় অবগাহন করে ধন্য হল আমার সাধের জীবন,
হে পার্থ, এভাবেই যেন বয়ে যায় অনন্তকাল ও ক্ষণ,
তুমি আমার চির প্রতীক্ষিত সেই কালের পুরুষ।

শাল ফুল

"শাল ফুল" তোমার দেওয়া এই নামটা খুব পছন্দসই আমার,
শাল ফুল দেখিনি কখনো আগে জানো তো?
চলনা খুঁজে বেড়াই দুজনে।

সোনাঝুরির শাল বনে সূর্যের উঁকি ঝুঁকি,
অন্বেষণে প্রহর কেটে যায়,
লাল মাটির পথের বাঁকে হারিয়ে যেতে চাই
হাত ধরে সুজনে সুজনে।

শেষবেলায় শালফুল আছড়ে পড়ে তোমার বুকে,
আহ্লাদী মন জানতে চায় নতুন করে বাঁচার মানে,
সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় লজ্জার প্রকাশ কথার ফাঁকে,
অবশ হয়ে যায় সব উপলব্ধি ঘনিষ্ট আলিঙ্গনে।

BANGLADARSHAN.COM

নব জাগরণ

আমার সৃজন
আমার ভালোবাসা,
আমার বন্ধন
আমার তৃষা।

আমার মুক্তি
আমার উল্লাস,
তোমার যুক্তি
আমার নিঃশ্বাস।

হোক উন্মোচন
প্রেমের সকল গানে,
নব জাগরণ
আসুক আমাদের প্রাণে।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বস্ত অন্য পথে

জীবনটা বেশ গুছিয়ে নিলে
আমার কাঁধে ভর করে,
অথচ ভরসা করতে পারলে না আমায় কোনোদিন
ভালোবাসার মর্যাদা হয়তো
এভাবেই দিতে শিখেছো তোমরা।

ছিলে তুমি মলিন পথের পথিক,
সেখান থেকে আজ রাজপথে
তোমার অবাধ গতিবিধি,
পিছনে কার উৎসাহে আজ সহজ পথে,
বেমালুম ভুলে যেতে পারা।

কোনো বিশ্বাস বা ভরসা যার প্রতি
গড়েই ওঠেনি কোনোদিন,
তাকে নিয়ে কোন অর্থে
জীবন পথে একসঙ্গে চলা,
তাকে ছেড়ে একাকী জীবন পথে
করো চলা ফেরা।

নিশ্চিন্তে পথ চলার খবরটাই
যথেষ্ট আমার কাছে,
সে খবর রাখতে গিয়ে
চলেছি অন্য কারো পিছে,
মিথ্যা ভয়ে ডুবে মরি,
মন বলে কী যে করি,
ঘুন ধরেছে কাঁচা অন্তরে,
আশ্বস্ত হলাম অনেক দিনের পর,
চলছ তুমি সাবলীলভাবে,
নয় আজ বিপদ ঘেরা।

BANGLADARSHAN.COM

আকর্ষণ

আকর্ষণ অনুভবে সরব
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছো তুমি
মেটে না মনের পিপাসা।

ভেসে যায় যা কিছু ভাল
উত্তাল নদীর জোয়ারের জলে
মনে ছিল সুসজ্জিত আশা।

সাজাই কবরী নিজ হাতে
নিভৃতে সযতনে এক মনে
কোরোনা মোরে হতাশা।

BANGLADARSHAN.COM

মনশক্তি

যা কিছু হারালে
কোনোদিন তা ছিলনা তোমার,
সূর্যের সাথে করো কেন মিছে অভিমান
হারানো সব কিছুই জীবনের আঁধার।

আলোর দিকে দু বাহু বাড়ালে
সাজ বাড়বে জীবনবোধের
প্রদীপের আলোর ভরসা কোরোনা
দমকা বাতাসে সব ছারখার।

আত্মানুভূতি বাঁচিয়ে রাখো
তোমার সাজে তুমি বলবান
আঁচল পেতে গ্রহণ করো
সূর্যের থেকে অসীম অপার।

BANGLADARSHAN.COM

ঘোর কাটেনি এখনো

ডুবে আছি আনন্দ সাগরে
কাটেনি এখনো ঘোর,
বিকেলের পড়ন্ত রোদের নিষ্প্রভ আলোতে দেখি
রঙিন ফানুসগুলি আকাশে উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল বহু দূরে.....
তাকিয়ে রই ঐ দূর গগনে
ওরা চলে গেল রূপনারায়ণের সৌন্দর্য্যে অবগাহন করতে
আমার মনের নিশি কাটিয়ে আসে ভোর।

মিশুকে ফুলের দল চঞ্চল আজ বড়,
প্রজাপতির সোহাগে আনন্দরেণু পরাগ মিলনের স্বপ্নে বিভোর,
প্রাণ স্নাত করে নদীর জলে ফুলের পাঁপড়ি সকল,
পূর্ণগ্রহণ আজ প্রেমের গভীরে, নদীতে আজ ভরা জোয়ার।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥